চাঁদপুরে সাংবাদিকতার প্রতীক
মিয়া মোঃ আবদুল খালেক

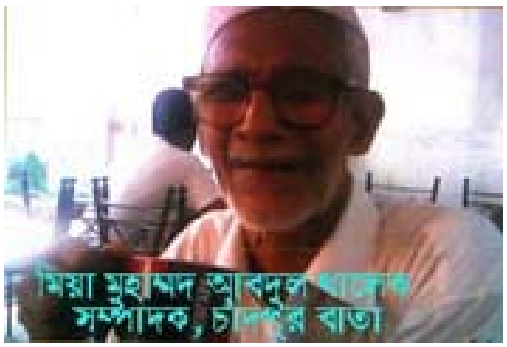

মরুপলাশ ডেস্ক রিপোর্টঃ মিয়া মোঃ আবদুল খালেক একটি নাম, একটি প্রতীক, একটি আদর্শ, একজন শব্দসৈনিক। চাঁদপুরের সাংবাদিকতার অগ্রদুত। সেই আশির দশকের গোড়ার দিকে যখন এই ছোট্ট শহরটিতে নিয়মিত কোন সংবাদপত্র বের করার চিন্তা কিংবা সাহসই করতে পারেন নি কেউ, ঠিক তখনই এই অকুতোভয় শব্দ সৈনিক জন্ম দিলেন নিয়মিত একটি "সাপ্তাহিক চাঁদপুর বার্তা"।

নদী কনে চাঁদপুর শহর হতে নিয়মিত কোন প্রকাশনা সেই প্রথম। আর তখনকার দিনে তাতে নিয়মিত চর্চা করেই হালের অনেকে গড়ে উঠেছিলেন এক একজন সংবাদপত্রসেবী, সাংবাদিক ও সম্পাদক। যাদের হাত দিয়েই এখন চাঁদপুরে সংবাদপত্রের জোয়ার এসেছে।

বর্তমানে এই মফস্বল শহরটি হতে বের হয় বেশ কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র। যাদের মাঝে শীর্ষস্থানীয় দৈনিক হিসেবে এখন যারা উজ্জ্বল অবস্থানে তাদের মধ্যে 'দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ' এবং 'দৈনিক ইলশে পাড়'।

বর্তমান প্রজন্ম গড়ে উঠছেন এতে লেখালেখি চর্চা করেই। এদের হাতেই একদিন চাঁদপুর হবে পল্লবিত, সুশোভিত, নন্দিত। রুপসী চাঁদপুর তার রুপের রঙধনু মেলে ধরবে পুরো বিশ্বে। সে আশাই আমরা দুর প্রবাসে বসে করে থাকি। মিয়া মোঃ আবদুল খালেকের সেই 'চাঁদপুর বার্তা' এখন আর বেঁচে নেই। বলা যায় পত্রিকাটির এই অপমৃত্যুর জন্য দায়ী প্রধানত চরম অর্থনৈতিক দৈন্যদশা। তবে সম্পাদক সাহেব এখনও বেঁচে আছেন একবুক হতাশা নিয়ে।

শারিরীকভাবে কিছুটা প্রতিবন্ধী এই দুর্দমনীয় সম্পাদক লিখেছেন সাংবাদিকতার উপর একটি চমৎকার গ্রন্থ **'সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি'** এ প্রজন্মের যারা এ লাইনে চর্চা করছেন, কিংবা যারা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান। তাদের জন্য পরামর্শ মিয়া মোঃ আবদুল খালেকের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার নির্যাসে রচিত উক্ত গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত জেনে নেয়া জরুরী বলে আমি মনে করি। তিনি আরও একটি গ্রন্থও লিখেছেন...

Basic Knowledge in English for the Young Learners

আগ্রহীদের জন্য এই প্রবীন সাংবাদিক এর সঙ্গে ডাকযোগে যোগাযোগ ঠিকানাঃ পরিচালক, ডাকযোগে সাংবাদিকতা (ডাসাশিক) বিষ্ণুদী, ডাক ও জেলাঃ চাঁদপুর ৩৬০০।

অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক চাঁদপুর বার্তা সম্পাদক, মিয়া মোঃ আবদুল খালেক

২০০৬সালের সেপ্টেম্বরে হঠাৎ আমার মাতৃবিয়োগের সংবাদে জরুরী ছুটিতে কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ছুটে গিয়েছিলাম রিয়াদ থেকে চাঁদপুর। সম্ভবতঃ ১৯৮৪সালে রিয়াদ প্রবাসী হবার পর এই প্রথমবারের মতো এই ছোট্ট অথচ আমার প্রাণপ্রিয় শহরটিকে ঘুরে ঘুরে দেখি গভীর মমতায়। এক অমিত সম্ভবনার শহর এটি। যদিও রাক্ষুসী মেঘনার হিংস্র থাবার শিকার শহরটি। তারপরও চকচকে রুপোলী ইলিশের সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে আছে চাঁদপুর।

মেঘনার হিংস্র থাবায় এর পাঁজর ভেঙ্গে গিয়েছে অনেকটা। তবুও উন্নত মমশীরের মতোই দাঁড়িয়ে আছে এখনও। এই জেলা শহরটির প্রতি সুনজর দেবার মতো যুগে যুগে অনেক যোগ্য ব্যক্তিরা এসেছেন– কিন্তু দেখেশোনে মনেই হয়নি কেউ এর প্রতি সুনজর দিয়েছেন কভু!